দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 SEP 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

104

শিক্ষাঙ্গন

শতবর্ষের পুরনো বাংগরা উমালোচন উচ্চ বিদ্যালয়

বাংলাদেশের বিশেষতঃ পল্লী এলাকার খুব নগণ্য সংখ্যক উচ্চ বিদ্যালয় আছে যে গুলোর প্রতিষ্ঠাকাল শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। শহরে-বন্দরে যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম রাজশাহী, কুমিল্লা, সিলেট প্রভৃতি স্থানে শতবর্ষের অধিককাল পূর্বে পরিতষ্ঠিত কিছুসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবশ্য রয়েছে। উল্লেখ্য, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার বাংগরা উমালোচন উচ্চ বিদ্যালয়টি নিবিড় পল্লী এলাকায় শতবর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত তেমনি একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি প্রাথমিকভাবে ১৮৮৫ ইং সনে বাংগরার তৎকালীন প্রভাবশালী জমিদার বাবু উমালোচন মজুমদারের চেষ্টায় স্থাপিত হয়। উমালোচন বাবু বিবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা প্রসারে তার প্রবল অনুরাগ এবং উৎসাহ ছিল। দীর্ঘকাল যাবত পার্শবর্তী দেবিদ্ধার, বুড়িচং, কসবা, নবীনগর, বাঞ্ছারমাপুর, হোমনা প্রভৃতি থানা এলাকার প্রচুর সংখ্যক ছাত্র জ্ঞানার্জনের জন্য অত্র বিদ্যালয়ে ভীড় জমাতো।

কালক্রমে এ বিদ্যালয়টি শিক্ষার মান এবং উত্তম ফলাফলের জন্য কুমিল্লা জেলার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হয় এবং কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ১৯০১ সনে একে স্থায়ীভাবে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। ১৯৩৫ ইং সনে অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবেশিকা পরিক্ষায় ১০ম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৪৯ ইং সনে অন্য একজন কৃতী ছাত্র এ, কে, এম, সিদ্দিক পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ৯ম স্থান অধিকার করেন। প্রাথমিক অবস্থায় এ বিদ্যালয়টি একটি খড়ের ঘর ছিল, কয়েক বছর পরে একে টিনের ঘরে পরিণত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৩০ ইং সনে রূপেন্দ্র লোচন মজুমদার-এর চেষ্টা ও উদ্যোগে বিদ্যালয়টিকে একতলা ইমারতে পরিণত করা হয়। বিগত সত্তরের দশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা বিভাগের আর্থিক সাহায্যে বিদ্যালয় ভবনটি দ্বিতল করা হয়। প্রতিষ্ঠাতা উমালোচন মজুমদারের পিতা পদ্মালোচন মজুমদার আগরতলা মহারাজের দেওয়ান সূত্রে বর্তমান নবীনগর উপজেলার এক বিরাট অংশের জমিদারীর মালিক হন।

সে সবাদে পদ্মালোচন মজুমদারের পৌত্র উপেন্দ্রলোচন মজুমদার এবং রূপেন্দ্রলোচন মজুমদারের আমলে জমিদারীর আয় উপার্জন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে তারা নানাবিধ জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে বাংগরা উমালোচন উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়াও বাংগরা শান্তমনি দাতব্য চিকিৎসালয়, বাংগরা ডাক বাংলো, বাংগরা বাজার, বহু রাস্তা-ঘাট, পুকুর খনন প্রভৃতিরও কাজ হয়।

বিদ্যালয়টির প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন বর্তমান হোমনা উপজেলার চান্দেরচরের বাবু প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য। তিনি শশ্রুধারী একজন সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁর সুনিপুণ পরিচালনায় বিদ্যালয়টি উত্তোরত্তর উন্নতির দিকে এগিয়ে চলে। এরপর ক্রমান্বয়ে আরো ২/৩ জন প্রধান শিক্ষকের পর লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক বাবু অবনী মোহন মজুমদার ১৯১৭ ইং সন হতে ১৯৪৩ ইং সন পর্যন্ত আমরণ উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অসামান্য মনীষা, অমায়িকতা ও কর্মদক্ষতায় বিদ্যালয়ের বিবিধ উন্নতি সাধন করে ছাত্র-শিক্ষকগণের ও জনসাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করেন। তিনি কয়েকবার গভর্ণমেন্ট কর্তৃক পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হন। তাঁর ন্যায় প্রতিভাবান প্রধান শিক্ষক অতি অল্পই আছে। তিনি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বর্তমানে কর্মরত প্রধান শিক্ষক জনাব শরাফত আলী খান বিগত ১৯৫৯ ইং সন হতে অত্র বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি বিশিষ্ট ভদ্র ঘরের সন্তান। এলাকার বিদ্যোৎসাহিগণ তার সংগে হাত মিলাইয়া বিদ্যালয়টির আরো অগ্রগতির লক্ষ্যে সচেষ্ট হলে সকলেরই মঙ্গল হতো।

উল্লেখ্য, বর্তমানে আশেপাশে বহু নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ফলে অত্র বিদ্যালয়টি বেশ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এটি ক্রমশ পূর্ব গৌরব হারাতে যাচ্ছে। যাহোক, অত্র বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে প্রাক্তন ছাত্রগণ আগামী ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখ হতে ২৪ তারিখ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, প্রাক্তন ছাত্রগণ এ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতবর্ষের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়টির হৃত গৌরব পুনরোদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসবেন।

—আবদুর রাজ্জাক